দেশে ২৪ ঘন্টায় নতুন ৫৭১ জন সহ মোট আক্রান্ত ৮২৩৮

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৭১ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৮,২৩৮।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫,৫৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য অনলাইন বুলেটিনে আহবান জানানো হয়।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৫৬৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৭,৬৬৭ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৫ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬৮। আর একই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬০ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

কর্পাসডাঙ্গায় একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন এক নারী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুরে একসঙ্গে ৪ সন্তানের জন্ম দিলেন নারী মারুফা খাতুন নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৬ টার সময় চুয়াডাঙ্গা উপশম নার্সিং হোম ক্লিনিকে একসঙ্গে ৪ টি সন্তান নরমাল ডেলিভারিতে প্রসব করেন কুতুবপুর পূর্বপাড়ার মো: শাহাদৎ শেখের মেয়ে মারুফা খাতুন।

জানাগেছে, ২০০৯ সালে পারিবারিক ভাবে মারুফা খাতুনের বিবাহ হয় নাটুদহ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের মো: আইনাল তরফদারের ছেলে এরশাদ আলীর সাথে।

বিবাহের ২ বছরের মাথায় সংসারে নতুন অতিথি হিসেবে মারুফার কোল জুড়ে আগমন ঘটে এক কন্যা সন্তানের। এরপর সাত বছর পর ২০১৮ সালে একই সাথে অপুষ্টি ৩ (তিন) সন্তান জন্ম দিলে কয়েক দিন পর মারা যায়।

আজ বৃহস্পতিবার আবার মারুফা খাতুনের কোল জুড়ে এসেছে একসঙ্গে ২ পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তান। তাই মারুফার পরিবারে এবং গ্রামবাসীর মধ্যে আনন্দ উৎফুল্ল বিরাজ করছে।

মা ও বাচ্চাদের শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে নার্সিং হোমে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা মামা মাহবুর রহমান সকলের কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ মা ও বাচ্চারা এখন সুস্থ্য আছে। সর্বশেষে মা ও ৪ সন্তানের সুস্থ্যতা কামনায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের আশু হস্থক্ষেপ কামনা করেছেন কুতুবপুর গ্রামের সচেতন মহল।

ধর্ষণের পর হত্যায় বাবা-ছেলে, গাজীপুরে চার খুনে গ্রেফতার ৫

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাসহ তিন সন্তানকে হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। তারা হলেন কাজিম উদ্দিন (৫০), হানিফ (৩২), বশির (২৬), হেলাল (৩০) ও এলাহি মিয়া (৩৫)। গতকাল সকালে গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় জব্দ করা হয় ৩০ হাজার টাকা, একটি আংটি, একটি হলুদ রঙের গেঞ্জি, একটি জিন্স প্যান্ট এবং তিনটি লুঙ্গিসহ বেশ কিছু আলামতও। এর আগে একই ঘটনায় কাজিমুদ্দিনের ছেলে পারভেজকে (১৭) গ্রেফতার করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

গতকাল অনলাইনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক লে. কর্নেল সারোয়ার বিন কাশেম জানান, এর আগে পিবিআইর হাতে গ্রেফতার পারভেজ আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। সেখানে সে এ ঘটনায় একাই জড়িত বলে স্বীকার করে। তবে এরা অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির। পারভেজ এর আগেও এক শিশুকে ধর্ষণের পর খুন করে। ওই ঘটনায় সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে জামিনে ছাড়া পায়। এবারও সে একই ধরনের ঘটনায় জড়ায় তার বাবাসহ অন্যদের নিয়ে। সে জানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে এবারও সে ছাড়া পাবে। হয়তো এরকমটা চিন্তা করেই বাবাসহ অন্যদের বাঁচাতে সে নিজের কাঁধে সব দোষ নেয়। গ্রেফতারকৃতরা সবাই মাদকাসক্ত। তারা চুরি, জুয়া ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের সঙ্গেও জড়িত। এরা পেশায় কেউ রিকশাচালক, কেউ ছোটখাটো কাজ করে। এরা সবাই নিহতদের বাসার কাছে আড্ডা দিত। ঘটনার কিছুদিন আগে তারা জানতে পারে নিহত ফাতেমার স্বামী কাজল মালয়েশিয়া থেকে ২০/৩০ লাখ টাকা পাঠিয়েছেন হুন্ডির মাধ্যমে। তারা সবাই পরিকল্পনা করে সেই টাকা তারা লুট করবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ২৩ এপ্রিল তারা ফাতেমাদের বাসার পেছনে জড়ো হয়। পারভেজ প্রথমে ভেন্টিলেটর দিয়ে ডুপ্লেক্স ওই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে।

অন্যদিকে হানিফ ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে চিলেকোঠায়। তারপর তারা বাসার গেট খুলে দিলে পারভেজের বাবাসহ অন্যরা বাসায় ঢুকে পড়ে। হানিফ ও কাজিমুদ্দিন প্রথমে ফাতেমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। তার কাছ থেকে হুন্ডির পাঠানো ২০/৩০ লাখ টাকা চায়। ফাতেমা এরকম কোনো টাকা পাঠানো হয়নি বলে জানায় এবং বাসায় থাকা ৩০ হাজার টাকা তাদের হাতে তুলে দেয়। এ সময় দুজনে ফাতেমাকে ধর্ষণ ও হত্যা

করে। এদিকে অন্য ঘরগুলোতেও চলে লুটপাট আর ধর্ষণ। পারভেজ ও তার বাবা কাজিমুদ্দিনসহ সবাই একসঙ্গে ফাতেমার বড় মেয়ে সাবরিনা সুলতানা নুরা (১৬) ও ছোট মেয়ে হাওয়ারিনকে (১৩) ধর্ষণ করে। এরপর তাদের হত্যা করে। তবে প্রতিবন্ধী ছেলে ফাদিলকে (৮) হত্যা করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তারা। এক গ্রুপ তাকে হত্যা করতে না চাইলেও আরেক গ্রুপ সাক্ষী না রাখার পক্ষে মত দেয়। পরে সবাই বাক প্রতিবন্ধী শিশুটিকেও হত্যা করে।
এ ঘটনায় আরও ৪/৫ জন জড়িত থাকতে পারে উল্লেখ করে সারোয়ার বিন কাশেম জানান, তাদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

তবে তদন্তের স্বার্থে তিনি তাদের নাম প্রকাশ করতে চাননি।
গত ২৩ মে ভোর ৫টায় গাজীপুরের শ্রীপুরে আবদার এলাকায় মালয়েশিয়া প্রবাসী রেজোয়ান হোসেন কাজলের ডুপ্লেক্স বাসায় নৃশংসভাবে খুন করা হয় তার স্ত্রী স্মৃতি ফাতেমা (৩৮), তার বড় মেয়ে সাবরিনা সুলতানা নুরা (১৬), ছোট মেয়ে হাওয়ারিন (১৩) ও প্রতিবন্ধী ছেলে ফাদিলকে (৮)। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় কেমন আছেন কুষ্টিয়ার সাধুরা?

করোনাভাইরাস সঙ্কটে ভুগছে সারাবিশ্ব। মৃত্যু মিছিলে যোগ দিচ্ছে একের পর এক দেশ। করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে। দুই লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ লাখের বেশি মানুষ।

বাংলাদেশেও এর প্রকোপ বাড়ছে আস্তে আস্তে। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। মৃত্যুও নেই থেমে। করোনা প্রতিরোধে জনজীবন বিপর্যস্ত। দেশব্যাপী লকডাউনে স্থবির হয়ে পড়েছে প্রায় সবকিছু। এর মাঝে কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন কুষ্টিয়ার লালন অনুসারী সাধুরা?

‘আপন ঘরের খবর নেনা, অনা’সে দেখতে পাবি কোনখানে সেই বারামখানা’ বাউল সাধক ফকির লালন সাঁইজি তার জীবদ্দশায় মানব ধর্মের কথা বলেছেন, নিজে পালন করেছেন এবং তাঁর শিষ্যদেরও একই মত ও পথ

দেখিয়েছেন। ফকির লালন শাহ্ নিজেও সে সময়ের মহামারী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পালক মা’র সেবায় বেঁচে উঠেছিলেন।

এখনও সেই অজানা অদৃশ্য মহামারী রোগে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত। লালন সাঁইজিকে মৃত ভেবে তাকে না ছুঁইয়ে কলার ভেলায় ভাসানো হয়েছিল, ঠিক এখনও তাই করোনা রোগে আক্রান্ত হলে জানাজা পড়ানোর ঈমাম খুঁজে পাওয়া দুস্কর হচ্ছে। রোগীকে রাখা হচ্ছে বনবাসে তালপাতার কুটিরে। সকলেই নিজ নিজ বাড়িতে সামাজিক আর শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার চেষ্টা করছেন।

গতকাল বুধবার এ দূরত্ব মেনে চলার ৫২তম দিন পার হয়েছে। প্রায় দু’মাস হতে চলা এই অঘোষিত লকডাউনে সরকারি বা বেসরকারি ভাবে কর্মহীন, দিনমজুর, দরিদ্র, অস্বচ্ছল ও দুস্থদের মাঝে কম-বেশি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ত্রাণ সহায়তার আওতায় কি শুভ্র বসনে ও ভুষনে থাকা মানবধর্মে বিশ্বাসী লালন অনুসারী মানুষ গুলো এসেছেন? একবারও কি খোঁজ নেওয়া হয়েছে তাদের? কিন্ত এরাও তো এই সমাজের অংশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন ঘরবন্দী ফকির-সাধু তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন দীনহীনভাবে। এরা সবসময়ই সংসারের বেড়াজাল বলেন আর মায়াজাল বলেন তার বাইরে থাকেন। স্বেচ্ছায় কেউ অন্নদান করলে তা গ্রহণ করেন, কিন্তু তা কখনও হাত বাড়িয়ে চেয়ে নেন না।

গুরুভক্তে বিশ্বাসী প্রকৃতিপ্রেমী নির্লোভ মানুষগুলো কখনও অন্যের অমঙ্গল কামনা করেন না। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে, কেউ ত্রাণ বা সাহায্য সহযোগিতা না পেলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারকে একদম ‘উদ্ধার’ করে দেয়! কিন্তু সহজ সরল নির্লোভ সাদা মনের মানুষগুলো না খেয়ে থাকলেও কখনও হীনদৃষ্টি দিয়ে অন্যের অনাসৃষ্টি করেন না। অথচ এদের খবর নেবার একটিবারও প্রয়োজন বোধ হয়নি প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের।

সাধুরা সংসারত্যাগী নির্লোভ মানুষ। এরা ভক্তদের সেবা নিয়ে অথবা সাধুসঙ্গ করে মূলত দিনাতিপাত করে থাকেন। করোনায় বর্তমানে সকলেই নিজ বাড়িতে বন্দী। বাদ নেই সাধু, গুরু ও লালন ভক্তবৃন্দ। কোন ধরনের খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না তারা।

নিরামিষভোজী এসব মানুষগুলো খেয়ে বা না খেয়ে থাকলেও কাউকে বলবে না অন্নদানের কথা। তাই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই প্রশাসন,

জনপ্রতিনিধি ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিৎ এসব ধামবন্দী সাধুদের অন্নদানে। এমনটিই মনে করছেন স্থায়ীয় সুশীল সমাজ।

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রচার অভিযানে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ক জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিতরণ করেছে চার্চ অব বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা ইউনিট।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ‘চিকিৎসায় যক্ষা রোগ ভাল হয়, কুষ্ঠ রোগীদের অবহেলা করতে নেই’ এ শ্লোগান সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করেন এ প্রতিষ্ঠানটি।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিস থেকে বিতরণ কাজ শুরু করে বিভিন্ন গ্রামে পাড়া মহল্লা ও পাবলিক প্লেসে এসকল লিফলেট বিতরণ করেন চার্চ অব বাংলাদেশের যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জেলা সমন্বয়কারি সন্ধা মন্ডল। তাকে সহযোগীতা করেন মাঠ কর্মী মার্টিন লাহেরি। সেই সাথে মহামারি করোনা প্রতিরোধে মানুষকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তারা।

মাদারীপুর-ঢাকা-কুষ্টিয়া ঘুরেও

করোনাভাইরাস থেকে শেষরক্ষা হয়নি

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় এবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা এক নারী ও যুবকের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত নারী (৪০) কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

আক্রান্ত যুবক (২২) একই উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের দক্ষিণ যদুবয়রা গ্রামের বাসিন্দা। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ২৪টি নমুনা পরীক্ষায় দুজনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। তাদের চিকিৎসার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আকুল উদ্দিন বলেন, আক্রান্ত নারীর স্বামী ব্যবসায়ী। তিনি পরিবারসহ মাদারীপুরে বসবাস করেন। করোনার সংক্রমণ শুরু হলে তিনি মাদারীপুর থেকে পরিবার নিয়ে ঢাকায় যান। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল রাতে ঢাকা থেকে পরিবারসহ কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ গ্রামের বাড়িতে আসেন। খবর পেয়ে পরদিন ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রী এবং ছেলেসহ তিনজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সেই সঙ্গে পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। গতকাল বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষার প্রাপ্ত রিপোর্টে ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার স্বামী ও ছেলের রিপোর্ট নেগেটিভ।

ডা. আকুল উদ্দিন আরও বলেন, আক্রান্ত যুবক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। স্ত্রীসহ নারায়ণগঞ্জ থেকে সম্প্রতি গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ যদুবয়রায় আসেন। ২৭ এপ্রিল স্বামী-স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। স্ত্রীর রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও স্বামীর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

কুমারখালী উপজেলায় এ নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১০ জনে।

মেহেরপুরে আর কোনো নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ২ জন। আজ বুধবার নতুন প্রাপ্ত ফলাফল ৫৮ টি এরমধ্যে (অসম্পূর্ণ আছে ১৯ টি) নেগেটিভ ৩৯ টি।

আজ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ফলাফল ৩৪২ টি এরমধ্যে: পজেটিভ ২ টি, নেগেটিভ ৩২১ টি, অসম্পূর্ণ রয়েছে ১৯ টি।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর এর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিদিন কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

করোনা কেড়ে নিল আরও ৮ জনের প্রাণ, নতুন আক্রান্ত ৬৪১

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬৩ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪১ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৭ হাজার ৩০১ জন।

এছড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ জনসহ মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৫০ জন।

বুধবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সামাজিক সহায়তা প্রদান

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অসংক্রামক মোকাবেলায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সহযোগিতায় কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে সদরের ঝাউবাড়িয়া ও গাংনীতে শতাধিক সামাজিক সহয়তা প্রদান করা হয়।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষষেদর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাল, ডাল, লবন, তেল, সুজি, চিনি কর্মহীন অসহায়দের মাঝে তুলে দেন।

অন্যদের মধ্যে জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খন্দকার একরামুল হক হীরা, যুব প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহাসহ সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও খামারিরা টিকে থাকতে আর্থিক প্রনোদনার দাবি

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা চলছে লকডাউন। শুধুমাত্র চিকিৎসালয়, ফার্মেসী, কাঁচাবাজর, মুদিখানার দোকান বাদে সমস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। গত এক সপ্তাহ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভ্যান, রিক্সা, ইজিবাইকসহ সবধরনের অবৈধ যানবাহন চলাচল।

ফলে চরম বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া দিনমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত - মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। বেশি বিপাকে পড়েছে ডেইরি খামারিরা।
আলমডাঙ্গা বাজারের বাবু মিষ্টান্ন ভান্ডারের দুইটি ও অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডার দুইটি মোট ৪টি মিষ্টির দোকান বাদে প্রায় অর্ধশত মিষ্টির দোকানসহ উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অবস্থিত শতাধিক মিষ্টির দোকান বন্ধ রয়েছে। যে কারণে কম দামে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খামারিরা।

আলমডাঙ্গার কুমারীর গ্রামের খামারি রানা মন্ডল জানান, “করোনাভাইরাসের কারণে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান দুধ নিচ্ছে না। মিষ্টির দোকান ও হোটেল গুলোও বন্ধ। অল্প দামেও দুধ বিক্রি সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দুধ সংরক্ষণ করে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে আমার খামারে দুধ না দুইয়ে বাছুরকে দিয়ে সবই খাওয়ানো হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে খামারিরা পথে বসে যাবেন বলে মন্তব্য করেন।

কলেজ পাড়ার খামারি জেহুন আলী সেন্টু বলেন, ‘আমার খামারে ৬টি গাভী রয়েছে। দুধ বিক্রি করতে পারলে প্রতিদিন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আসতো। কিন্তু এত দুধ কোথায় বিক্রি করব? মিষ্টির দোকান বন্ধ।”

অন্যদিকে, বিভিন্ন খামারের মালিকরা তাদের খামারের পশুদের জন্য খাবার কিনতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন। বর্তমানে যানবাহন চলাচল না করাতে পশুখাদ্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লোকশানের বোঝা মাথায় নিয়ে খামার বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন খামারের মালিকরা।

আলমডাঙ্গার কুমর নদ পাড়ের খামারি আব্দুল জব্বার লিপুর গরু মোটাতাজাকরণ খামার, ছাগল ও হাঁস-মুরগির খামারের বেহাল অবস্থা। তিনি বলেন, “প্রয়োজনীয় খাবার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি পন বিচুলি আগে যেখানে নিত ১৩০ টাকা বর্তমানে তা হয়েছে ৩’শ ৫০ টাকা। তাও আবার সময় মতো পাওয়া যায়না। গরুর খামারে বছরে তিনবার গরু বিক্রি করা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ আর দুই ঈদে। এবারের পহেলা বৈশাখে একটিও গরু বিক্রি হয়নি। সামনে আসছে ঈদ। ঈদেও এবার কি হবে

[illegible]